আল্লাহ তা'আলা, রসূল (সঃ), কুরআন ও মুসলিমদের নিয়ে কটূক্তিকারী নাস্তিক ও বিশাখা প্রকাশনীর প্রকাশক শাহজাহান বাচ্চু হত্যায় জামা'আতুল মুজাহিদীন এর দায় স্বীকার

শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আল হিন্দি (হাফিঃ)
মুখপাত্র, জামা'আতুল মুজাহিদীন

আল্লাহ তা‘আলা, রসূল (সঃ), কুরআন ও মুসলিমদের নিয়ে কটূক্তিকারী নাস্তিক ও বিশাখা প্রকাশনীর প্রকাশক শাহজাহান বাচ্চু হত্যায় জাম‘আতুল মুজাহিদীন এর দায় স্বীকার

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

ইন্নাল হামদালিল্লাহি ওয়াহদাহ্। ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আলা রসূলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা‘আলার অশেষ অনুগ্রহে জামা’আতুল মুজাহিদীন এর বাংলাদেশ শাখার বীর মুজাহিদীনের একটি ক্ষুদ্র ইউনিট এক বরকতময় অভিযানের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কুরআন ও মুসলিমদের নিয়ে কটূক্তিকারী নাস্তিক ও বিশাখা প্রকাশনীর প্রকাশক শাহজাহান বাচ্চুকে হত্যা করতে সক্ষম হন। শাহজাহান বাচ্চু নামের এই জাহান্নামের কীট দীর্ঘদিন যাবৎ অনলাইনে আল্লাহ তা‘আলা ও তার রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে কটূক্তিকরার মাধ্যমে মু’মিনদের অন্তরগুলোকে ক্ষত-বিক্ষত করে আসছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় গত ১১ ই জুন ২০১৮ পবিত্র রমজান মাসে আমাদের মুজাহিদীনের চার সিংহ শাহজাহান বাচ্চুর সকল শয়তানীর পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। জামা‘আতুল মুজাহিদীনের সাংগঠনিক সিদ্ধান্তেই শাহজাহান বাচ্চুকে হত্যা করা হয়। শাহজাহান বাচ্চু হত্যাকান্ডের সকল দায়ভার জামা’আতুল মুজাহিদীন গ্রহণ করছে। আমরা আশাকরি, শাহজাহান বাচ্চু হত্যাকান্ডের মাধ্যমে সকল মু’মিনদের অন্তর প্রশান্ত হয়েছে।

প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য এমন আল্লাহদ্রোহী নাস্তিকের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে যারা এমন কিটদের জঞ্জাল থেকে আল্লাহ ও তার রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বতে এ জমিনকে পবিত্র করেছেন তাদের পক্ষ অবলম্বন করা, তাদের জন্য দু‘আ করা। শাহজাহান বাচ্চুর মত ইসলাম ও মুসলিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের হত্যাকান্ডের বিরোধিতা যারা করবে, তাদের স্মরণ করা উচিত মহান রবের সামনে দন্ডায়মান হয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়া সম্পর্কে, তার পরকালীন ও দুনিয়াবি আজাব সম্পর্কে। কেউ যদি আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে নাস্তিকদের পক্ষ অবলম্বন করে, ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী, মানবতার পক্ষাবলম্বনকারী, ভূপৃষ্ঠকে পবিত্রকারী আল্লাহর সৈনিকদের বিপক্ষে অবস্থান নাও, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হও, এটা তোমাদের জন্য ধ্বংসাত্বক কারণ এটা শয়তানে পথ। আল্লাহর সৈনিকেরা নগদ পাওনা চুকিয়ে দিতে সদা তৎপর ইনশাআল্লাহ। আর যাদেরকে বিপক্ষ হিসেবে নিয়েছ

তারা সফলকাম, তারা শহীদ, কারণ তারা আল্লাহর পথে রয়েছে। তাই বিবেচনা শক্তিকে প্রয়োগ করো নির্ধারিত সময় আসার আগেই।

আমরা ইতোমধ্যে জানতে পেরেছি, আমাদের এক বীর মুজাহিদ ভাই আব্দুর রহমান (রহি:) কে ত্বগুতগোষ্ঠী অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। আব্দুর রহমান (রহি:) ভাইকে আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। হে ত্বগুতগোষ্ঠী তোমরা জেনে রেখ, তোমরা মুজাহিদীনের বুকে গুলি ছুড়ছো, তাদের অন্যায়ভাবে হত্যা করছো, এটা অচিরেই তোমাদের জন্য বুমেরাং হয়ে দাঁড়াবে। জেনে রেখ, এই ভূমি মুসলিম-মুজাহিদীনের রক্তে উর্বর হচ্ছে। তোমাদের সীমালঙ্ঘনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বাংলার মুসলিমদের থেকে মুজাহিদীনের এমন এক দল প্রস্তুত হচ্ছে যাদের তোমরা কিছুই করতে পারবে না, তোমাদের দমননীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে ইনশাআল্লাহ। আর তোমরা তোমাদের অন্যায় থেকে বিরত না হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে উভয় জগতে তোমাদের জন্য নির্ধারিত ভয়াবহ শাস্তির অপেক্ষা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্যে পরিণত হবে।

আমরা ঐ সকল নাস্তিক মুরতাদদের প্রতি এই বার্তা দিচ্ছি যে, যারা এখনোও অনলাইন-আফলাইনে আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে কটূক্তি করার মাধ্যমে সক্রিয় রয়েছ অথবা নানা ইসলামবিরোধী কাজে সক্রিয় রয়েছ, তোমরা অনতিবিলম্বে এমন ঘৃণ্য কাজকর্ম থেকে বিরত হও, নয়তো তোমাদের পরিণতি শাহজাহান বাচ্চুর মতই হবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা মুসলিমদের প্রতি আহ্বান করছি, ত্বগুত এবং তাদের দোসরদের বিভ্রান্তি মূলক প্রচারণায় ধোঁকায় না পরতে। সত্যের পক্ষালম্বন পূর্বক মুজাহিদীনের সাহায্যে এগিয়ে আসতে। আর নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে। হে আল্লাহ এই জমিনে আপনার সৈনিকদের শক্তিশালী করুন। তাদেরকে মাঞ্জিলে মাকসাদে পৌছার তাওফীক দান করুন। আমীন। আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই।

<u>যে কারণে শাহজাহান বাচ্চুকে হত্যা করা হলো:</u>

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

অর্থ: আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, আমরা আলাপচারিতা ও খেল তামাশা করছিলাম। বল, আল্লাহ তার আয়াতসমূহ ও তার রসূলের সাথে

তোমর বিদ্রুপ করছিলে? তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কাফের হয়ে গেছো।” (সূরা তাওবাহ ৯ : ৬৫-৬৬)

উপরোক্ত আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, মুসলিম নামধারী কিছু মুনাফিক রসূলুল্লাহ সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের কটাক্ষ করার কারণে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে তাদেরকে কাফির ঘোষণা দিয়েছেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম, উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য)।

যারা আল্লাহ তা'আলা, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে কটাক্ষ করবে তাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদন্ড । এতদসংক্রান্ত অসংখ্য দলীল প্রমাণের মধ্য হতে আমরা মাত্র কয়েকটি দলীল উপস্থাপন করছি।

<u>কাব ইবনে আশরাফকে হত্যা করা: সে রসূলুল্লাহ (স:) কে নিয়ে কুৎসা রটনা করতো ও রসূলুল্লাহ (সা:) কে কষ্ট দিতো।</u>

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَتُحِبُّ اَنْ اَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْذَنْ لِيْ فَاَقُوْلَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ

অর্থ: জারিব (রা:) সূত্রে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কা'ব ইবন আশরাফকে হত্যা করার দায়িত্ব কে নিবে? তখন মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা:) বললেন, ‘আপনি কি এ পছন্দ করেন যে, আমি তাকে হত্যা করি? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন হ্যাঁ। মুহাম্মদ ইবন মাসলাম (রা:) বললেন, ‘তবে আমাকে অনুমতি দিন, আমি যেন তাকে কিছু বলি।’ তিনি বললেন, ‘আমি অনুমতি প্রদান করলাম।’ (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, ইফাবা. হা: ২৮২০, ২৮১৯)

<u>ইয়াহুদী আবু রাফেকে হত্যা করা: সে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিত এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে লোকদের সাহায্য করত।</u>

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، رَهْطًا مِنَ الْاَنْصَارِ اِلٰى اَبِيْ رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيْكٍ بَيْتَهُ لَيْلاً فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ

অর্থঃ বারা ইবন আযিব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারীগণের একদলকে আবূ রাফে ইয়াহুদীর নিকট প্রেরণ করেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা:) রাত্রীকালে তার ঘরে ঢুকে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, ইফাবা. হা: ২৮১৩, ২৮১৪)

<u>ইবনে খাতালকে হত্যা করা: সে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল পরে আবার মুরতাদ হয়ে যায়। সে তার দু'টি গায়িকার মাধ্যমে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলিমদের নিয়ে কুৎসা জনিত গান শুনাতো।</u>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ " اُقْتُلْهُ

অর্থঃ আনাস ইবনে মালিক (রা:) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথার লোহার টুপি পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেছেন। তিনি সবেমাত্র টুপি খুলেছেন এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ইবন খাতাল কা'বার গিলাফ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন (ঐ অবস্থায়ই) তাকে হত্যা করো। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ইফাবা. হা: ৩৯৫৭)

নাস্তিক শাহজাহান বাচ্চু তার পূর্বসুরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আমাদের রব আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর শানে কটূক্তি করে। তাই জামা'আতুল মুজাহিদীন তার এই অপরাধের জন্য শাস্তিসরূপ তাকে হত্যা করে।

<u>নিচে নাস্তিক শাহজাহান বাচ্চুর অপরাধগুলো তুলে ধরা হলো:</u>

১।অপরাধ-১: **শয়তান কে আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম বলার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম দের অবমাননা করা, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে বেয়াদবী করা। আল্লাহ'র নাম বিকৃত করা।**

Shahzahan Bachchu
December 28 at 10:58am · Edited ·

বিশ্বজুড়ে আল্লার লক্ষ কোটি এজেন্ট আছে, বাট শয়তান একাই একশ ;তার কোন এজেন্ট নাই। ওকে কেউ কোন কাজ মনে কারিয়ে দেয় না ! শয়তানের এন্টেনা আল্লার থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী। প্রমান আমাকে দিতে হবে না, চোখ কান খোলা রাখলেই যে কেউ বোঝতে পারে। মক্কা মদিনা বিশ্ব জাকের মন্জিল তুরাগের এস্তেমা কোটিকোটি আল্লার বান্দা নবীর উম্মত বছর জুড়ে আল্লাকে নানা ঝামেলা ফ্যাসাদ স্মরণ করে দেয়। তার কাছে ফয়শালা চেয়ে প্রয়োজনীয় মোনাজাতের চেয়ে আরো বেশী মোনাজাত করে নাজাত চায়, করুনা ভিক্ষা করে। অপর দিকে শয়তানকে কোন আদম সন্তানডাকাডাকি করেনা, অথচ মহম্মদের জন্মভূমিতে গিয়া লক্ষ কোটি মমিন মছলমান বেহুদা বাতাসে ঢিল ছোটে। কোরান জুড়ে আল্লা শয়তানের ভয়ে ভীত হয়ে হাজার বার নিন্দা কথা বলেছে। মহম্মদ তার জবানে বার বার শয়তান থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিয়েছে। হে আল্লাহ! তুমিই তো ডরাও শয়তান, ভাবিয়া দেখলাম নিজেরে নিজে করো অপমান।! তোমার তরে বড়ো করুনা ভরে চাহিয়া ও বুঝিয়া দেখি - তোমাকে দুষ্টু (?) শয়তান একদম পোছে না ! আফসোস !

২।অপরাধ-২; রাসূল (সা) এর শানে বেয়াদবী । রাসূল (সা) কে মূর্খ বলা।(নাউজুবিল্লাহ), রাসূলুল্লাহ (সা) কে গোপাল ভাড়ের সাথে তুলনা !!! !! উম্মুল মু’মেনীন খাদিজা (রা) কে জড়িয়ে কদর্য মন্তব্য!!

Shahzahan Bachchu
December 27 at 4:45pm · Edited ·

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মহম্মদ মোন মছলমানগো দ্বীনের নবী এরশাদ করিয়াছেন, দুই ব্যক্তির ব্যাপারে ঈর্ষা করা চাই। ১.সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ কুরয়ান শরীফ দান করিয়াছেনন, আর সে দিন রাত উহা আবৃত্তিতে মশগুল থাকে। ২. সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ সম্পদ দান করিয়াছেন, আর সে দিন রাত উহাতে খরচ করে। (মুসলিম)
মূর্খের কথা শোনছেন। ওর না হয় গনিমত ছিল, বারো তেরটা বৌ পালন করা সহজ ছিল।
ওর কথা শোনলে গোষ্ঠীসুদ্ধ ভিক্ষায় নামতে হবে যে !
কামাই না করিয়া বিলাও!
কইছে আল্লায় দিব ! আল্লায় যদি দেয়, তেনায় কেন খাদিজার কোম্পানীতে বকরী পালার চাকুরী নিছিলেন ?? মুমিনরা চুপ না থাকিয়া জবান খুলুন।
প্রশ্ন জাগে মনে গোপাল ভাঁড়ের আগে কী মহম্মদ জম্মেছিলেন ??
গোপালের কাজ ছিল রাজ দরবারে, মহম্মদের নকরি ছিল খাদিজার বকরী খোয়ারে।
দুইজনের পদমর্যাদা তুলিলে কী কটুক্তি হয় ?
মুমিনরা তো আবার অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ ।। ছুবানাল্লা।

৩।অপরাধ-৩:কুর’আন নিয়ে বাজে মন্তব্য। মুসলিমদের বেশ্যার চেয়েও নিকৃষ্ট বলে অভিহিত করা।

Shahzahan Bachchu
March 9 ·

বাংলায় কোরান পড়তে দিছেন তো মরছেন ! হাজীর মাইয়াও পাজি হইয়া ,মমিনের মেয়েও বাপের জমিনে দাড়াইয়া আল্লা রসুলের বিধানের উপর কথা কয় !! আমাগো মাইয়া পোলা তো একধাপ নিচে । দাদার গোষ্ঠী কখনো সখনো নমাজে খাড়াইতো রাস্তার পাশে গামছা বিছাইয়া ।
না জেনে ধর্মকর্ম শিখেছিল পীরের দরগায় ।
বেহায়া আদম সন্তানরা শঙ্কায় থাকে ।বাংলা কোরান পড়ে ,ফেসবুক ব্লগে ধর্ম পাহারার তর্ক জুড়ে অবশেষে কুপোকাত হয় ।যুক্তি বুঝে কথা বললে ইতরের চোখে নাস্তিক হয় । আমি নাস্তিক হতে নিষেধ করি ।করজোড়ে বলি - ভাইসব আপনারা নিজ ভাষায় পাঠ পর যুক্তিতে আসেন ।খামোখা গালি দিয়ে ,কোন অন্ধের দেখানো পথে যাত্রা ধইরেণ না । আপনি ধর্ম পালন করবেন আপনার ছোয়াব ফজিলত নেকীর প্রয়োজনে ।যদি মানুষের ঘরে হয়ে থাকেন ,অন্যের উপর জেহাদ ঝাড়বেন না !বেশ্যা যাদের গালি দিয়ে বলেন ,ওরা দেহের উপর ধকল নিয়ে কিছু কড়ি নেয় ।যারা অন্যের ধন লট করে বলে - গণিমত । তারা তো বেশ্যার থেকে নিকৃষ্ট অধম ।
একটা সূরা পড়ি -'আল্লাহ তোমাদের যুদ্ধ - লব্ধ বিপুল সমপদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ,যার অধিকারী হবে তোমরা ।তিনি এ তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করলেন .., ২১.আরো বহু সম্পদ আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন ।যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি ,আল্লার নিকট রক্ষীত আছে ।আল্লাহ সর্ব বিষয় শক্তিমান ।সূরা ফাতাহ্ রুকু ৩ ।।এখন তো প্রশ্ন আসে -যিনি সর্ব শক্তিমান দাবী করেন কোরানের পাতায় পাতায় ।তার বান্দাগো লুটের মালের লোভ দেখানো কেন ?
' গণিমত ' দিয়ে বলি - কোরান মানুষকে লুণ্ঠনের মন্ত্র দেয় ,চরিত্র হননের পথ দেখায় ।।
আবার বলি- কথা বেখাপ্পা লাগলে বাংলায় পড়ে তর্কে আসুন ।

৪।অপরাধ-৪; মুসলিমদের "ফকিন্নি" বলে সম্বোধন। কুর'আনের আয়াত কে অবমাননা।

Shahzahan Bachchu
June 6 ·

মনে করলাম শুক্কুরবাইরা দিন মুছলমানরা সব্বাই গেছে একত্রে ধর্ম্ম করতে ।আজকের ফজিলত অনেক বেশী ।নগদ ও জিলাপি বিরাণী মিলে ।মোল্লারা কয়- আজ নাকি ফকিন্নিগো হজ্জ ।
ফতুর মুমিন তুফানী শেখের নাতি বিধায় ধর্মীয় খোঁচানি তাগিদ অনুভব করে বাংলা কোরান পড়তে লাগলাম (আরবি আমি বুঝিনা , অই বাল বুঝার চেষ্টাও করি নাই)।সূরা ওয়াকিয়ার ১রুকুর কয়েকটা আয়াত পড়তে গিয়া গলার ভল্যুম জিরো করতে বাধ্য হলাম , বৌয়ের ধমকে ।আমি আল্লার কালাম নবীর হাদিস পড়লে ওর যত গাত্রদাহ ! '১৫. স্বর্ণখচিত আসনে (বসবে)১৬.ওরা পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে হেলান দিয়ে বসবে ,১৭.তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চির কিশোররা ১৮.পানপাত্র ,কুঁজো ও প্রস্রবণ-নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালাসহ১৯.সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপিড়া হবে না ,তারা জ্ঞানহারা ও হবে না ..... ৩৪.তাদের জন্য সম্ভ্রান্ত শয্যাসঙ্গিনী থাকবে ৩৫.ওদের আমি বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি ৩৬.ওদের চির কুমারী করেছি ৩৭.সোহাগিনী ও সমবয়স্কা ...
যে কথা বৌ সন্তান পরিজনের সামনে বলা যায় না ওরা তা ধর্মালয়ে বলে কীভাবে ?? লাজ নাহ যার তাকে বলে বেলাজ ।অইগুলা দোখ চরম বেলাজ !!

৫।অপরাধ-৫; তাকবীরকে বিকৃত করা। রাসূল (সা), খুলাফায়ে রাশিদীন(রা) দের শানে বেয়াদবী।

Shahzahan Bachchu
March 28 ·

মহম্মদের মৃত্যুর পর মোটমাট চারটা খলিফা হয় ।এই চার খলিফার তিনটা মুসলমানরাই কোবাইয়া মাইরা ফালায় ।
কাবিরা গুনার মধ্য একটা হল -কোন মুসলমানকে মুসলমান খুন করা ।অথচ কোরান হাদিস জুড়ে বিদ্বেষ ছড়ানে হয়েছে অন্য ধর্মাম্বলীদের ।ইহুদী খ্রীষ্টানদের সাথে কোরানে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া আছে বন্ধুত্ব করা যাবে না ।
কারবালায় দেখি - এজিদের বাহিনী নবীর বংশের ডালাপালা নাশ কইরা দিল !!
মূতিপূজারীদের বিষয়ে একইভাবে কঠোর অবস্হানে আছে নবীসাবের ধর্ম ।
'ইহুদীরা যদি পাথরের আড়ালেও লুকায় ,পাথর বলিতে থাকে ইহাকে কতল করো '- বুখারি শরীফ ।
মুসলমানদের ক্রোধ সর্বক্ষণ বিরাজমান । কোরান হাদিসের নির্দেশ মত ইসলামের দুশমন না পাইলে নিজেরা নিজের লাইগ্যা যায় ।
হজে গিয়া এখনো খালি খালি বাতাসের মধ্যে শয়তানেরে ঢিল ছোঁড়ে ।
বাকী কয়টা হিন্দু খেদাইয়া মাশাল্লা আমরা নিজেরা নিজেরা নাইম্মা পড়ুম ।
নারায়ন তকবীর আললাহু আকবর !!

Like · Comment · Share

এছাড়াও নাস্তিক শাহজাহন বাচ্চুর আরও কিছু অপরাধ নিচে উল্লেখ করা হলো:

*** মহান আল্লাহর সাথে বেয়াদবী ও কুরআন কে অবমাননা**

Shahzahan Bachchu
May 26 at 8:21am ·

বিক্রমপুরের একটা গ্রামের নাম কাকালদি। সেই গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের দক্ষিণের বাড়িটা আমাদের। সেই বাড়িটার একচতুর্থাংশ আমার । ওখানে একটা বিল্ডিং ও একটা টিনের ঘর সেটা আমার। দক্ষিণ পশ্চিম কোনে যে আম গাছটা,ওটা বৈশাখী, আমার। বাড়ির নামায় যে আট দশটা হিজল গাছ,তা আমার। বাঁশঝাড় আমার। পশ্চিমের বড় পুকুরে আমার ভাগ আছে। (প্লিজ,সবটা না পড়ে রাখবেন না)।
বাড়িতে চালতা গাছ আছে, আমারই। বরই গাছ দু'টো, আমারই । আম্রবৃক্ষে যে ফল দেখছেন,সেগুলো আমার। বিশাল একটা নিম গাছ সেটাও আমার । লম্বা দেবদারু গাছ,সেটা আমার।
বাইরে যে নষ্ট কুকারটা পড়ে আছ,সেটাও কিন্ত আমার।ঘরের বাইরে যে বিদ্যুতের মিটার, আমার।
একটা বিড়াল দেখবেন,সেটা আমারই ।
আমার আমার হেডাময়লা ভাবটা শিখেছি কোরান পড়ে !
বাংলায় একটা কোরান না পড়লে, বোঝতেই পারবেন না ;লোকটা কত্তো পাওয়ার ফুল !

*** রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বেয়াদবী।**

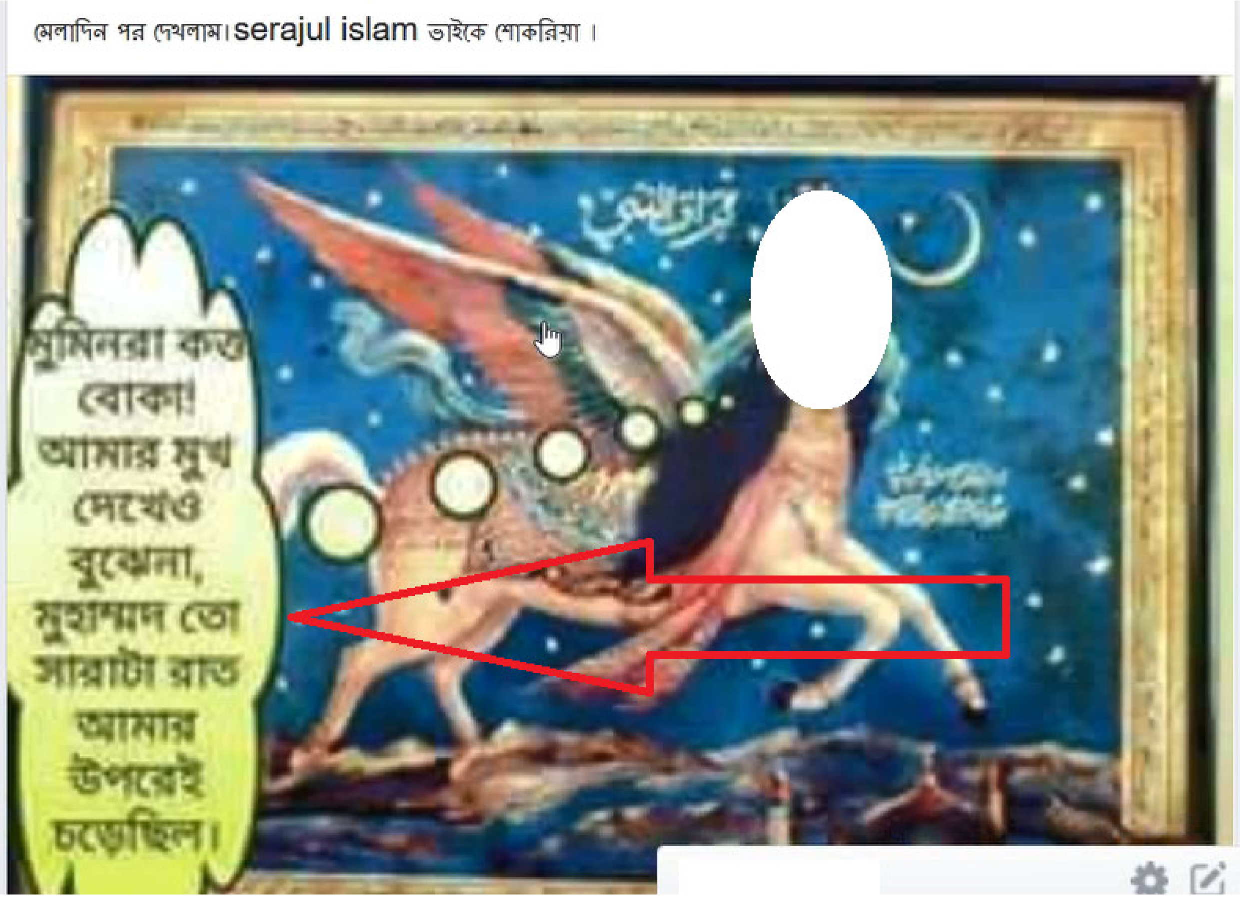

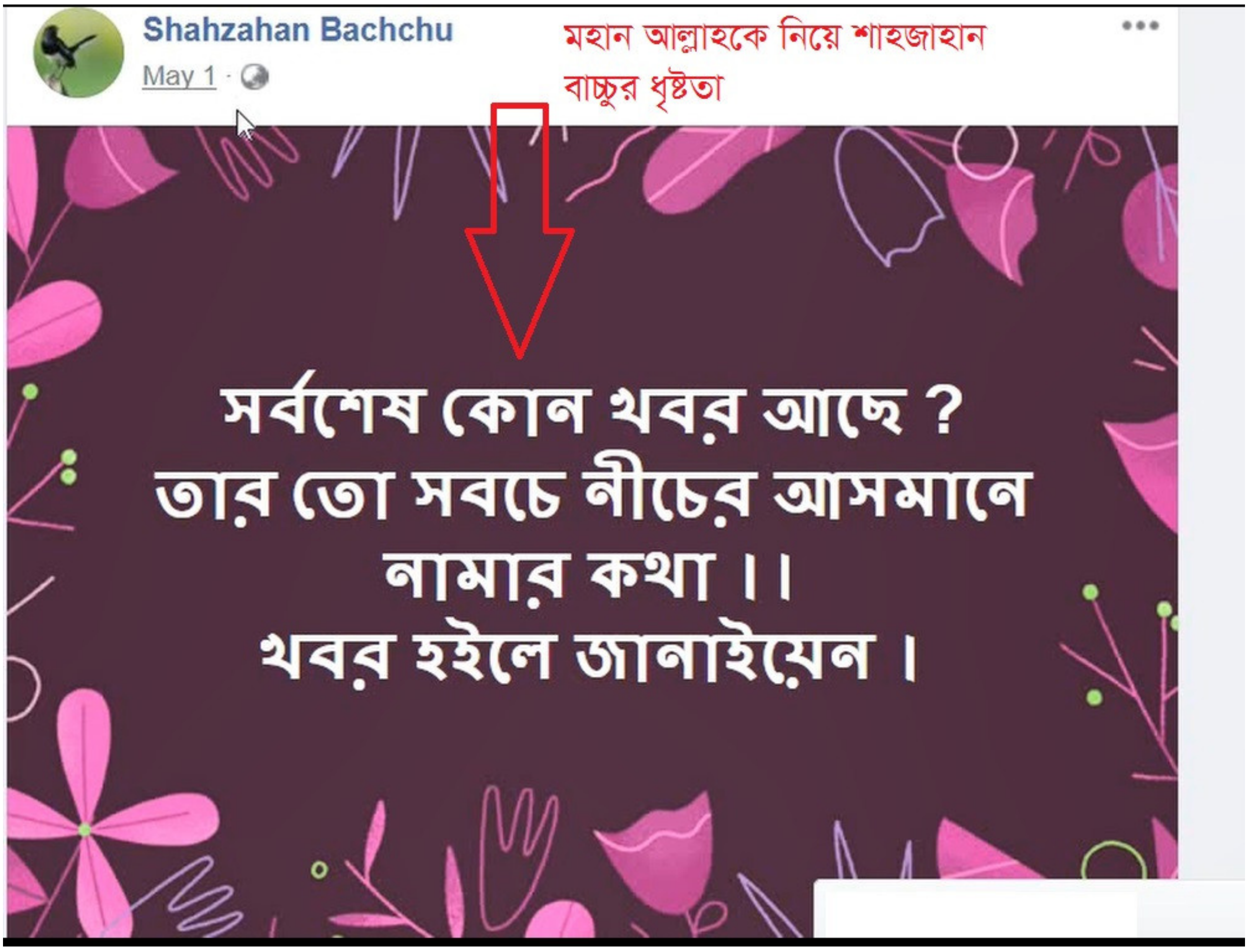

*** আল্লাহর নাম বিকৃতকরণ ও রসূল (স:) এর শানে বেয়াদবী:**

Shahzahan Bachchu

May 23 at 8:23am ·

রাইতের কালে নবীরে তো আল্লাহ পাক বোরাক পাঠায়ে আসমানে লইয়া গেল, উম্মেহানীর ঘর থিকা !(বিতর্কে না গিয়া ধরে নেন,লোকটা গেছে সাতাশ বছর কাটাইয়া আইছে)

তার সাথে জরুরী আলাপ হয় । আল্লাহ তারে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ধরায়ে দেয় ।সে ও দোস্তের দেয়া পঞ্চাশ অর্ডার মানিয়া ভোদাইর মতো চলে আসলো।

মুসার লগে দেখা। মুসা বললো - 'তোমার উম্মত এতোবড়ো চাপ পারবো না, তার থিকা কমায়ে আনো। নবী বার বার যায়,দোস্ত বার বার কমায় । ৪০,৩০,২০,১০,৫,শেষমেস পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত ফাইনাল হল ।

আমার আজো ভাববনায় কুলায় না, কোন আক্কেলে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ দিছিল । নবী তো সরলমনে পঞ্চাশ ল'যে ভোদাইর মতো বিদায় নিছিল !

* আল্লাহর সাথে বেয়াদবী।

Shahzahan Bachchu

May 18 at 11:22pm ·

আজ ছোটখাটো আড্ডায় কথাটা এই দাঁড়ালো, আল্লা তুমি ন্যায় বোঝ তাই করো ; পদে পদে মাফ চাইতে পারুম না ।

আমি আমার কোন অপরাধ দেখি না !বান্দরবন গিয়া শুয়োর খাইছি নিপ্পনে তো প্রতিদিন।সরাব না খাইলে তো দেমাগ নষ্ট।

জমিলা খাতুনের সুঢৌল বক্ষের কথা আমি জানি । সে তো কারো দরবারে যায় নাই নালিশ দিতে।

চন্ডালের ঘরেও ডান হাতের কারবার সেরেছি ।

কোন কাজ মাফ চাওয়ার পর্যায়ে গেলে, আল্লার পক্ষ হয়ে আমারে জিগাইয়েন ?

ব্যাংকের লেনদেনে সুদ দিছি, সুদ খাইছি । দাসী দোসনের পারমিশন দিছো,তা পাইও নাই, ধরিও নাই ।

বিবিরি শস্যক্ষেত্র না বানায়ে মন্ত্র জপছি-' ভাবের মানুষরা নুন ছাড়া সালোন খেয়ে বউয়ের রান্নার তারিফ করে ।

শাদী সাবধানে করেছি লোক নিন্দার ভয়ে । 'গাছে আর মাছে' না ! কোথায় একান্ন আর ছয় ! তা কী হয় ? ছিঃছিঃ রব হতো মুল্লুকময়।। কথার শেষ নাই। মফিজ আমি নিলাম বিদায় ।

শুভ রাত্রী

* রসূল (স:) এর শানে বেয়াদবী।

Shahzahan Bachchu
April 29 ·

মুস্তাহাব ও মফিজের ধর্মালোচনা

মুস্তাহাব অর্থ পছন্দনীয়। যে সকল কাজের প্রতি মহম্মদ তার উম্মতকে উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং তা করলে নেকী পাওয়া যাবে, কিন্তু সেটা না করলে গুনাহ্ হবে না সে সব কাজকে শরিয়তে মুস্তাহাব বলে ।
ফরজ ওয়াজিব ও সুন্নত ব্যতীত অতিরিক্ত সবধরণের ইবাদত ও ভালো কাম কাজই মুস্তাহাব হিসাবে সব্বাই চিনে।।
শব্দটা অনেকের কাছে নতুন মনে হতে পারে ।
নবীসাব যে পরের মাইয়ালোক গণিমত বলে ঘরে আনিয়া, সেরাইতেই মহব্বতের সহিত কাম সারলো, সেটা কি মুস্তাহাব ?
হ,আমি বানু কোরাইযা গোত্র প্রধানের কন্যা রায়হানার কথা বললাম ।
এইছাড়া নবীসাব পুতের বউ সিস্টেম করে বিবি বানায়ে বিছানায় আনছে ।
বুড়াকালে বন্ধু আবুবকরের ছয় বছরে শিশু কন্যারে নিকাহ্ করে।
যদি নয় বছরের সময় আয়েসাকে ঘর সংসারের সিস্টেম মতো যাত্রা শুরু করে । (এরচে ক্লিয়ার করে আমি অধিক কইতে পারবো না ।
নবী রাসুল এর তিন রমনীর রঙলীলায় কোন জায়গায় মুস্তাহাব পান ?
এগুলো নবীর উম্মত যদি করে, তাহলে কী কারো উম্মতের জায়গায় উম্মাদ বলতে পারে ?
সংক্ষীপ্ত কথা হতে পারে বা পড়ে যাওয়া ।
প্লিজ লাইক দিয়েন না ।
(বোঝতে হলে টাইম থাকলে আরো একবার পড়ে নিতে পারেন)

শাতিম শাহজাহান বাচ্চুর শেষ পরিণতি: